لَا تَقْنَطُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ

আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না।

আল্লাহ সমস্ত পাপই ক্ষমা করে দেবেন।

নিশ্চয়ই তিনি পরম ক্ষমাশীল অতীব দয়াবান।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

১. হে নবী বলে দাও, আমার দাসেরা, যারা নিজেদের প্রতি যুলুম-অবিচার করেছো, আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না।

বলুন, হে আমার বান্দাগণ যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছ তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গোনাহ মাফ করেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরাঃ আয-যুমার ৩৯:৫৩)

২. তোমাদের উপর আযাব আসার আগেই তোমাদের প্রভুর অভিমূখী হও এবং তার কাছে আত্মসমর্পন করো।

তোমরা তোমাদের পালনকর্তার অভিমূখী হও এবং তাঁর কাছে আত্মসমর্পন করো তোমাদের কাছে আযাব আসার পূর্বে। এরপর তোমরা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না; (সূরাঃ আয-যুমার ৩৯:৫৪)

৩. তোমাদের উপর হঠাৎ আযাব আসার পূর্বেই অনুসরণ করো তোমাদের প্রভুর নিকট থেকে যে উত্তম কিতাব নাযিল হয়েছে সেটিকে।

وَ اتَّبِعُوْۤا اَحْسَنَ مَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ
يَّاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَّ اَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ ﴿۵۵﴾

তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ উত্তম বিষয়ের অনুসরণ কর তোমাদের কাছে অতর্কিতভাবে ও অজ্ঞাতসারে আযাব আসার পূর্বে, (সূরাঃ আয-যুমার ৩৯:৫৫)

৪. তখন যাতে কাউকে বলতে না হয়, হায়, আল্লাহর প্রতি কর্তব্য পালনে আমি যে গাফলতি করেছি তার জন্যে আফসোস।

اَنْ تَقُوْلَ نَفْسٌ يّٰحَسْرَتٰى عَلٰى مَا فَرَّطْتُّ فِيْ جَنْۢبِ اللّٰهِ وَ اِنْ كُنْتُ
لَمِنَ السّٰخِرِيْنَ ﴿۵۶﴾

যাতে কেউ না বলে, হায়, হায়, আল্লাহ সকাশে আমি কর্তব্যে অবহেলা করেছি এবং আমি ঠাট্টা-বিদ্রুপকারীদের অন্তর্ভূক্ত ছিলাম। (সূরাঃ আয-যুমার ৩৯:৫৬)

৫. কিংবা এ কথা বলতে না হয়, আল্লাহ যদি আমাকে হিদায়াত করতেন, তবে অবশ্যই আমি মুত্তাকিদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।

اَوْ تَقُوْلَ لَوْ اَنَّ اللّٰهَ هَدٰىنِيْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿۵۷﴾

অথবা কেউ যেন না বলে, আল্লাহ যদি আমাকে পথপ্রদর্শন করতেন, তবে অবশ্যই আমি পরহেযগারদের একজন হতাম। (সূরাঃ আয-যুমার ৩৯:৫৭)

৬. কিংবা আযাব দেখার পর এ কথা বলতে না হয়, হায় আমাকে যদি একবার পৃথিবীতে ফিরে যাবার সুযোগ দেয়া হত।

অথবা আযাব প্রত্যক্ষ করার সময় বলতে না হয়, যদি কোনরূপে একবার পৃথিবীতে ফিরে যেতে পারি, তবে আমি সৎকর্মপরায়ণ হয়ে যাব। (সূরাঃ আয-যুমার ৩৯:৫৮)

৭. হ্যাঁ, তোমার কাছে তো আমার আয়াত এসেই ছিল, কিন্তু তুমি তা প্রত্যাখ্যান করেছিলে।

হ্যাঁ, তোমার কাছে আমার নির্দেশ এসেছিল; অতঃপর তুমি তাকে মিথ্যা বলেছিলে, অহংকার করেছিলে এবং কাফেরদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গিয়েছিলে। (সূরাঃ আয-যুমার ৩৯:৫৯)

৮. কিয়াতের দিন আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপকারীদের চেহারা দেখবে কালো।

যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, কেয়ামতের দিন আপনি তাদের মুখ কাল দেখবেন। অহংকারীদের আবাসস্থল জাহান্নামে নয় কি? (সূরাঃ আয-যুমার ৩৯:৬০)

৯. তাকওয়া অবলম্বনকারীদেরকে কিয়ামতের দিন স্পর্শ করবে না অমঙ্গল আর তারা কোনো দুঃখ-দুশ্চিন্তায় থাকবে না।

আর যারা শিরক থেকে বেঁচে থাকত, আল্লাহ তাদেরকে সাফল্যের সাথে মুক্তি দেবেন, তাদেরকে অনিষ্ট স্পর্শ করবে না এবং তারা চিন্তিতও হবে না। (সূরাঃ আয-যুমার ৩৯:৬১)

সুতরাং প্রিয় ভাই ও বোনেরা আসুন, আমরা সতর্ক হয়ে যাই। মৃত্যু আসার আগেই আমরা আল্লাহ অভিমুখী হয়ে তাকওয়া অবলম্বন করি এবং কুরআন ও হাদিস মোতাবেক জীবন-যাপন করি। অন্যদেরকেও কোরআন হাদিসের পথে আহ্বান করি।

আমীন

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

Click here http://www.morningbrightness.fi/